করোনা মোকাবেলায় ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষিত ব্যবহার ও তথ্য সুরক্ষায় করণীয়

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারির কারণে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রাণহানি ও অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে। করোনার এই ধ্বংসাত্মক পরিণতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত করেছে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা। তাই প্রাণঘাতি মহামারির বিস্তার রোধ করাই ছিল বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং কাজ।

ডিজিটাল প্রযুক্তির এই যুগে তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কোভিড-১৯ মহামারির বিস্তার রোধে নেয়া হয় নানা পদক্ষেপ। এর অংশ হিসেবে বিশ্বব্যাপীই চালু করা হয় **'ডিজিটাল কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং'** অ্যাপ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা আক্রান্ত বা সন্দেহভাজন রোগীর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার কাজটিকে বলছে **'কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং'**। এই অ্যাপের মাধ্যমে নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সতর্ক করা হয়। ঠিক বাংলাদেশেও স্মার্টফোন অ্যাপটি চালু করা হয়।

এই পদ্ধতিতে নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করে ভাইরাসের বিস্তার রোধে পদপেক্ষ নেয়া ও অন্যদের সতর্ক করা হয়। যেমন: কেউ যদি আক্রান্তের কাছাকাছি চলে যায় তাহলে তিনি স্মার্টফোনে অ্যালার্ট পাবেন। তার সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিরা যদি কয়েকদিন পরও করোনা পজিটিভ হয় তাহলেও স্মার্টফোন থেকে সতর্কবার্তা পাওয়া যাবে। সে ক্ষেত্রে ফোন করে প্রয়োজনীয় পরামর্শও দেয়া হবে।

বিপুল সংখ্যক মানুষের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের এই পদ্ধতি যেমন করোনার বিস্তার রোধে ভূমিকা রাখছে ঠিক একইসঙ্গে ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা লঙ্ঘন নিয়ে উদ্বেগও তৈরি হয়েছে। কারণ, কনট্যাক্ট ট্রেসিং অ্যাপের তথ্য অপরাধী চক্র বা তৃতীয় কোনো পক্ষের হাতে চলে গেলে এসব তথ্য অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থাগুলো কোভিড-১৯ মোকাবেলায় তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। একইসঙ্গে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে **'ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তায় জাতিসংঘের সুরক্ষা নীতি'** মেনে চলতে আহ্বান জানানো হয়েছে। এ নিয়ে একটি যৌথ বিবৃতি দিয়েছে অঙ্গ সংস্থাগুলো। এতে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় তথ্য ও প্রযুক্তিকে এমন পন্থায় ব্যবহারের প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছে, যাতে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার অধিকার ও অন্যান্য মানবাধিকারের প্রতি সম্মান জানানো হয় এবং এই পন্থায় যেন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার, আদান-প্রদান ও অধিকতর প্রক্রিয়াজাতকরণ ভাইরাসের বিস্তার কমাতে সাহায্য করতে পারে এবং মহামারি কাটিয়ে ওঠার প্রক্রিয়া তরান্বিত করতে পারে। বিশেষ করে **ডিজিটাল কনট্যাক্ট ট্রেসিং** এই ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। যেমন- সাধারণ জনগণের মোবাইল ফোন, ইমেইল, ব্যাংকিং, সোশ্যাল মিডিয়া ও ডাক সেবার ব্যবহার থেকে প্রাপ্ত তথ্য ভাইরাসের বিস্তার পর্যবেক্ষণে সহায়তা করতে পারে।

এজন্য **ডিজিটাল কনট্যাক্ট ট্রেসিং** ও সাধারণ স্বাস্থ্য নজরদারির মাধ্যমে ব্যাপক মাত্রায় ব্যক্তিগত ও অব্যক্তিগত স্পর্শকাতর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। আর এসব তথ্য অসাধু উপায়ে ব্যবহার হলে গুরুতর প্রভাব পড়তে পারে। যেমন: এসব তথ্য কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরাসরি বা বিশেষভাবে ব্যবহার না হলে মৌলিক মানবাধিকার এবং স্বাধীনতা

লঙ্ঘনের আশঙ্কা থাকে। তাই মহামারি মোকাবিলায় তথ্যের ব্যবহারে কিছু জরুরি পদক্ষেপ নেয়া না হলে উদ্বেগ থেকে যায়। বিশেষ করে **ডিজিটাল কনট্যাক্ট ট্রেসিং** পদ্ধতির মানসম্মত চর্চা করতে হবে। ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার ও প্রক্রিয়াজাতকরণে নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থাগুলো।

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় জাতিসংঘ তার অঙ্গ সংস্থাগুলোকে মানবাধিকারের নীতিমালা মেনে তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার ও প্রক্রিয়াজাতকরণের নির্দেশনা দিয়েছে। এক্ষেত্রে **'ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষায় জাতিসংঘের নীতি'**সহ প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক সব আইন, তথ্য সুরক্ষা ও গোপনীয়তা নীতির বাস্তবায়ন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। **'মানবাধিকার ও কোভিড-১৯'** বিষয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব সংশ্লিষ্ট যেসব স্বাস্থ্য ও মানবিক মানদণ্ড এবং তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার ও প্রক্রিয়াজাতকরণের যে নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন তা হলো-

- করোনা মহামারি মোকাবেলায় তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার ও প্রক্রিয়াজাতকরণে আইনসম্মত ও নিয়ন্ত্রিত আচরণ করতে হবে। তথ্য সংগ্রহের সুযোগ ও সময় সীমিত ও আইনসম্মত হতে হবে। কেবল প্রয়োজনীয় ও বৈধ উদ্দেশ্যে এসব তথ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

- উল্লিখিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তথ্যের উপযুক্ত গোপনীয়তা, নিরাপত্তা, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজন শেষে এসব তথ্য যথাযথভাবে ধ্বংস বা মুছে ফেলতে হবে।

- যেকোনো তথ্য বিনিময়ে প্রযোজ্য/প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক আইন, তথ্য সুরক্ষা ও গোপনীয়তার নীতি মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

- এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপগুলো প্রযোজ্য যেকোনো প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অনুযায়ী হয়েছে এবং এসব পদক্ষেপ উল্লিখিত নীতিমালা ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী হতে হবে।

- বর্তমান ও ভবিষ্যতে আস্থা প্রতিষ্ঠায় তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ স্বচ্ছ হতে হবে।